ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 0[illegible] JUL 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

02 JUL 1989 069

আধুনিক শ্লোগান— শিক্ষা নয়, সার্টিফিকেট চাই

আহমদ মুনীর

আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে এসএসসি এবং এইচএসসি— এ দু'টি পরীক্ষা জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যে কোন কারণেই বিশেষ গুরুত্ববহ। এ ছাড়া অন্যান্য পরীক্ষাসমূহ কখন কিভাবে সম্পন্ন হয় তার খবর অনেকেই বড় বেশী রাখে না। কিন্তু প্রতি বছর এ দু'টি পরীক্ষা বিশেষ করে, এসএসসি পরীক্ষার তারিখ যত নিকটবর্তী হতে থাকে, সারা দেশের ছাত্র-ছাত্রীসহ শিক্ষকমণ্ডলী ও অভিভাবক মহলে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দেয়। এমনকি দেশের জাতীয় পত্রিকাগুলো পর্যন্ত এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও এর ফলাফল প্রকাশের খবরাখবর বিশেষ ফলাও করে প্রকাশ করে। এসএসসি পরীক্ষার উপর এতটা গুরুত্ব দেয়ার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য যা-ই থাক না কেন, আমরা সেদিকে আলোকপাত করেত চাইনে। তবে সেদিন কতিপয় গুণীব্যক্তি একটি ঘরোয়া পরিবেশে দেশের বর্তমান শিক্ষানীতি ও পরীক্ষার হালহকিকত নিয়ে চরম হতাশা প্রকাশ করলেন। একজন তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বললেন, আমাকে প্রথম যেদিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হল সেদিন আমাদের বাড়ীতে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। আমাকে নতুন জামাকাপড় পরিয়ে মুন্সী সাহেবের পাশে নিয়ে বসানো হয়। মিলাদের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে মুন্সী সাহেব আমাকে বললেন— পড়, 'রাব্বী জেদনী এলমা'।

এভাবে তিনি আমাকে তিনবার পড়ালেন 'রাব্বী জেদনী এলমা'। তারপর সমবেত মুরুব্বীয়ানরা মুনাজাত করলেন। মুনাজাত শেষে মুন্সী সাহেব বললেন, যখনই বই বড়তে বসবে এবং পরীক্ষা দিবে তখনই এই দোয়া পড়বে। সেদিন থেকেই আমার কচি মনে কালামে পাকের এই আয়াত শরীফ শিকড় গেড়ে বসে। বিশেষ করে, সার্টিফিকেট পাবার আশায় আমরা লেখাপড়া করতাম না— বিদ্যার্জনই ছিল আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এর আরো একটি প্রধান কারণ ছিল— প্রতিবেশী সমাজের শিক্ষিত যুবকদের সাথে ছিল আমাদের তীব্র প্রতিযোগিতা। সুতরাং সার্টিফিকেটের চেয়ে বিদ্যার অস্ত্র শাণিত করাই ছিল প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার বড় অস্ত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজকাল শিক্ষাক্ষেত্রে এর সম্পূর্ণ বিপরীত নীতি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

একালের ছেলে-মেয়েরা বিদ্যালয়ে যায় বিদ্যার্জনের জন্য নয়, সার্টিফিকেট লাভই হচ্ছে তাদের মূল লক্ষ্য। আর এই লক্ষ্যপথে তাদেরকে সহায়তা দিচ্ছে এক শ্রেণীর শিক্ষক। ফলে, শিক্ষা লাভ করে যে ছাত্র-ছাত্রীরা আদর্শ মানুষ হবে— এ সত্যটাই তারা ভুলে গেছে। নকল করে পরীক্ষা পাস করা মানে পরীক্ষায় চুরি করা। যেসব ছাত্র-ছাত্রী জীবন সংগ্রামে প্রবেশের পূর্বেই চুরিবিদ্যায় সিদ্ধহস্ত হয় তারা কর্মক্ষেত্রে গিয়ে অর্জিত চুরিবিদ্যার প্রতিফলন ঘটানো ছাড়া আর কি করতে পারে?

আপনারা শুনলে আরো অবাক হবেন যে, কোন কোন পরীক্ষা কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ না-কি পরীক্ষার্থীদের সাথে প্রথম বিভাগ, দ্বিতীয় বিভাগ ও তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ করার জন্য হারাহারিভাবে আর্থিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং পরীক্ষা কেন্দ্রে হল কর্তৃপক্ষ সেমতে তাদেরকে পরীক্ষায় সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে। এই যদি হয় দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রের অবস্থা তাহলে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে 'নকল পরীক্ষা' অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা কি?

আমরা মনে করি, জাতির সামনে বর্তমানে এটি একটি কঠিন প্রশ্ন। এবার এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় যথেষ্ট কড়াকড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রী বহিষ্কৃত হয়েছে। তবু পরীক্ষায় নকলপ্রবণতা দূর হয়নি।

আমাদের মনে হয়, বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী যদি নকলপ্রবণতা দূর করতে সচেষ্ট হন তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা আদপেই নকলপ্রবণতায় উৎসাহী হবে না। এ কাজটা বিদ্যালয়সমূহের পরীক্ষা থেকেই শুরু করা যায়। যেসব ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দানকালে নকল করে তাদেরকে বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করে দেয়া হলে এ কাজে তারা ধীরে ধীরে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়বে। এ ছাড়াও বিভিন্নভাবে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের এই গর্হিত কাজ থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। তবে এজন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে কঠোর নীতি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। এই সাথে যেসব শিক্ষক কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের নকলপ্রবণতায় সহায়তা করে তাদেরকে চাকরিচ্যুত করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা দরকার। আশা করি, সংশ্লিষ্ট মহল বিষয়গুলো ভেবে দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।